গার্স্টনার এবং আইবিএম-এর গন্তব্যস্থল

আদনান মারুফ

৭৫ জন প্রার্থীর সাথে আলোচনার পর সংকটাপন্ন কমপিউটার মহীরুহ আইবিএমকে রক্ষার দুরূহ কাজটি অর্পিত হয়েছে আরজেআর নাবিস্কো কোম্পানি প্রধান ৫১ বছর বয়স্ক গলফ খেলার ভক্ত লুইস ভি. গার্স্টনারের ওপর। এই বাছাই কাজের শক্ত দায়িত্বটি দেয়া হয়েছিল আইবিএম বোর্ড অফ ডাইরেক্টরসের সদস্য জেমস বার্কের ওপর।

একটা বড় কোম্পানিকে পুনর্জীবিত করতে হলে সেই কোম্পানি প্রধানকে সুনির্দিষ্টভাবে জানতে হয় যে এটির ব্যবসাটা কি। যেমন জেনারেল মোটর কোম্পানির নতুন প্রধান জন এফ স্মিথ স্পষ্ট জানেন যে তাদের ব্যবসা গাড়ী তৈরী। কিন্তু মেইনফ্রেম ব্যবসার নাটকীয় পতনের পর আইবিএম জানেনা এখন তার কোন ব্যবসা অবশিষ্ট রয়েছে। এই জটিল পরিস্থিতিতে গার্স্টনার যদি আইবিএমকে পুর্ণগঠিত করতে পারেন তবে বিশ্বের কোম্পানি ইতিহাসে বিশাল এক সম্মানের স্থানে সমাসীন করবেন গার্স্টনার নিজেকে।

আইবিএম-এর সুমহান ঐতিহ্যের জড় বাঁধন থেকে মুক্ত গার্স্টনার অন্যান্য হাই-টেক কোম্পানি নির্বাহীর মত আইবিএম-এর সাথে বাজার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে উপরে ওঠেননি। আইবিএম-এর এখন প্রয়োজন সে সব নতুন মানুষের চিন্তায় প্রভাবিত হওয়া যারা সারাটা জীবন আইবিএম পরিবেশে কাটাননি।

পূর্ববর্তী আইবিএম প্রধান জন একারস আইবিএম-কে ভেঙ্গে ১৩টি সম্পূর্ণ স্বায়ত্বশাসিত কোম্পানিতে বিভক্ত করার যে ঘোষণা দিয়েছিল ১৯৯১ সালে, যেটির ফলে আইবিএম স্রেফ একটা হোল্ডিং কোম্পানিতে রূপান্তরিত হতো সেই ভাবধারায় গার্স্টনারের আগমনটা বেমানান নয়।

১৯৮৯ সালে এক সাক্ষাৎকারে গার্স্টনার বলেন, 'আমি সবচেয়ে ভালোবাসি একটা কোম্পানিকে গড়ে তুলতে।' নিউইয়র্কের মাইনেওলীতে বড় হয়েছেন গার্স্টনার। ডাটমাউথ থেকে প্রথমে তিনি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী এবং পরে হার্ভার্ড থেকে এমবিএ ডিগ্রী নেন। ১৯৬৫ সালে কোম্পানি সংগঠনকারী প্রতিষ্ঠান ম্যাকিনসেতে যোগদেন তিনি এবং ৩১ বছর বছর বয়সে ম্যাকিনসে কোম্পানির ইতিহাসের সবচেয়ে কম বয়সী জ্যেষ্ঠ অংশীদার হন। ১৯৭৮ সালে তিনি আমেরিকান এক্সপ্রেসে যোগ দেন এবং ১৯৮৫ থেকে ১৯৮৯ সাল পর্যন্ত এটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে নীট মুনাফা ৬৬% বৃদ্ধি করেন।

১৯৮৯ সালে তিনি যখন আর জে আর নাবিস্কোতে যোগ দেন তখন এটির পর্বত প্রমাণ দেনার বোঝার অঙ্ক ছিল প্রায় এক লক্ষ চার হাজার কোটি টাকা। এটির প্রধান পদটি ছিল যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে কষ্টসাধ্য পদ। পাঁচ বছর মেয়াদী এক ব্যাপক উদ্ধার পরিকল্পনায় তিনি এই দেনার অঙ্ক চতুর্থ বছরে অর্ধেক কমিয়ে প্রায় ৫৬ হাজার কোটিতে আনতে সক্ষম হন।

গার্স্টনার কৃচ্ছতা পছন্দ করেন। অপেক্ষাকৃত কমদামে একটা ব্যবহৃত পুরাতন কমপিউটার খরিদ করায় একবার তিনি একজন আমেরিকান এক্সপ্রেস কর্মচারীকে পুরস্কৃত করেন। তার ব্যবস্থাপনা কৌশলের মূলমন্ত্র হচ্ছে তার ভাষায়, "সম্ভব হলে প্রতিটি কোম্পানি অপারেশন বিকেন্দ্রীকরণ করা উচিৎ এবং যারা সব কিছু কেন্দ্রীভূত করে, ব্যর্থতার জন্য তাদের জবাবদিহি করা উচিৎ।' সিদ্ধান্ত দান প্রসঙ্গে গার্স্টনার বলেন, 'পছন্দগুলো একবার ঠিক করে ফেলতে পারলে সিদ্ধান্ত দান আমার কোন সমস্যা নয়। আমি কৌশলগত সিদ্ধান্তসমূহ নিতে ভালোবাসি।' কাজ পাগল লোক গার্স্টনার একবার বলেন, 'এক রোববার দুপুরে আমি আমার স্ত্রীর দিকে ফিরে বলিঃ অফিসে যাওয়ার জন্য আগামীকালের অপেক্ষায় আমি আর থাকতে পারছিনা।'

১৯৯৩ সালে তিনি বেতন পাবেন প্রায় আট কোটি টাকা, ছয় কোটি টাকা তার সম্ভাব্য সাফল্য বোনাস, কোম্পানীর শেয়ারের একটা অংশ এবং যোগদানের সম্মতিতে সাক্ষরের সময় পান প্রায় ২০ কোটি টাকা বোনাস। তাকে নির্বাচনকারী ডিরেক্টর জেমস বার্ক আইবিএম-এর ওপর ভেতরের এবং বাইরের লোকদের লেখা একগাদা নামপত্র প্রদান করেন। আইবিএম-এর বিপর্যয়ের ওপর লেখা চার্লাস ফাগুসনের সাড়া জাগানো বই **কমপিউটার ওয়ার্স** বইটি পড়েন শুরুতেই তিনি।

সপ্তাহান্তে ২৭-২৮ মার্চের শনি ও রবিবার ছুটির দিন দুটির জন্য চারটি ব্রিফকেস ভর্তী কাগজ পত্র কাজের জন্য বাসায় নেন গার্স্টনার। শুরুতেই সর্বস্তরের কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করে এবং আইবিএম-এর দূরবর্তী স্থানে ছড়িয়ে থাকা কারখানাসমূহ সফর করে একটা সাম্যক ধারণা নেন গার্স্টনার। আইবিএম-এর মুনাফার দুই প্রধান অঞ্চল ইউরোপ এবং দূর প্রাচ্য সফরের পরিকল্পনা করছেন গার্স্টনার। তার এই জরিপ কোম্পানির বাইরে পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। তিনি বলেন, 'যতটা সম্ভব আমি বেশী করে সময় কাটাবো ক্রেতাদের সাথে— এটাই আমার কাছে সবচেয়ে জরুরী কাজ।'

ব্যবসায় অগ্রাসী বিপনন কৌশলের খ্যাতি রয়েছে গার্স্টনারের। তিনি বলেন, 'কোম্পানি প্রধান সুদূর কোন একটা পদ নয় যেখান থেকে তিনি কেবল কৌশল রূপরেখা দিয়েই ধন্য করবেন সবাইকে— আমি চাই প্রতিটি বিভাগের কৌশলের খোঁজ নখদর্পনে রাখতে, আমাকে এসব কৌশল খামবন্দী করে পাঠানোর অনেক আগেই আমি সেগুলো তৈরীর প্রক্রিয়ায় তাদের সাথে সক্রিয় থাকতে।'

গলফ খেলার মাঠ থেকে শুরু করে ব্যক্তি জীবনের সর্বক্ষেত্রে দারুন আত্ম-বিশ্বাসী তিনি। বাস্তববাদী মানুষ গার্স্টনার ৫০% সময় ব্যয় করে থাকেন ব্যবসা সংক্রান্ত সফরে। তার আর জে আর নাবিস্কোর অফিস কক্ষে একটি বাণী বাঁধানো রয়েছে, 'বিশ্বকে দেখার জন্য অফিসের টেবিলটি হচ্ছে একটা বিপদজনক স্থান।'

তিনি মনে করেন যে, একটা কোম্পানির পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে দুরূহ কাজটি হচ্ছে এটির বিচ্ছিন্ন কোম্পানি কৃষ্টিকে জোড়া লাগানো। আর জে আর এ তিনি আমলাতান্ত্রিক কায়েমী নীতিমালা ভাঙ্গতে অসম্ভব পরিশ্রম করেছেন, বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করেছেন। আইবিএম-এ তিনি সেটাই করবেন। এ প্রসঙ্গে তার মন্তব্য হচ্ছে, 'আমি সে ধরনের মানুষ পছন্দ করি যারা একে অপরকে বিশ্বাস করে, যারা দুঃসময়ে ভীত নয়। কোম্পানিতে রাজনীতিবিদ রাখা যাবে না। যারা কোম্পানির অভ্যন্তরে রাজনীতি করে তাদের বরখাস্ত করা উচিত।'

১ এপ্রিল আইবিএম এর চেয়ারম্যানের দায়িত্বভার গ্রহণের পর ২৬ এপ্রিল গার্স্টনার তার প্রথম জনসমক্ষে ভাষণটি দেন প্রায় তিনহাজার আইবিএম শেয়ারহোল্ডারদের সমাবেশে ফ্লোরিডার টাম্পাতে। হতাশ শেয়ার হোল্ডারদের তিনি ধৈর্য্য ধরতে বলে 'সাহসী পদক্ষেপের' আশ্বাস দেন।

গার্স্টনার আইবিএম-এর বিপর্যস্ত অবস্থার জন্য ক্ষমা চান এবং তার চড়া বেতন এবং আইবিএম-এর ভবিষ্যতের ওপর তিক্ত প্রশ্নাদির উত্তর দেন। তিনি বলেন, 'আমি আইবিএম-এর খুব বেদনাদায়ক সময়টিতে প্রবেশ করেছি, যে সময়টি সমস্যা, পরিবর্তন এবং অনিশ্চয়তায় ভরা। আপনারা এবং আমি এই মহান প্রতিষ্ঠানটির মুনাফা এবং ভূমিকার অবনতি প্রত্যক্ষ করেছি। আমরা দেখছি এটির বেঁচে থাকা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করা হচ্ছে।'

তিনি বলেন, 'আপনাদের ব্যথায় আমি দুঃখিত, আইবিএম-এর সমস্যায় যে ব্যথা আপনি, আপনার পরিবার এবং আপনাদের সমাজ পেয়েছে আমি সে জন্য দুঃখিত।'

গার্স্টনার ১৯৯৩ সালের জন্য চারটি অগ্রাধিকারের উল্লেখ করেন ঃ কর্মচারী সংখ্যা বড় আকারে হ্রাস করার কর্মসূচী সম্পন্ন করা, কমপিউটার শিল্পের কোন এলাকায় আইবিএম থাকবে তা নিশ্চিত করা, ক্রেতাদের সম্পর্ক উন্নত করা এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ। গার্স্টনার বলেন যে, এখন এর চেয়ে বিস্তারিত কিছু তিনি বলতে পারবেন না।

তিনি বলেন, 'আপনাদের প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দিতে পারবো না এবং খুব দ্রুত আরোগ্যের সম্ভাবনাও ক্ষীণ। আমি বলতে পারি যে পদক্ষেপ আমরা নেবো তা কোন বিড়ালের পদক্ষেপ নয় বরং তা হবে দৃঢ়পদ।'

গার্স্টনার বলেন, মুনাফা ফেরত আনার জন্য আরো ছাটাই হবে, কোম্পানির আকৃতি সঠিক করা হবে এবং আরো অনেক পরিবর্তন আনা হবে।

শেয়ারহোল্ডাররা গার্স্টনারকে কর্মচারীদের নৈতিক মনোবল, কোম্পানির বিক্রয় প্রতিনিধি, ছাটাইর ক্ষিপ্র ও রূঢ় ধারা এবং কোম্পানির পুনরুত্থান ঘটলে গার্স্টনার তার প্রাপ্ত শেয়ার থেকে যে কোটি কোটি টাকা আয় করবেন তার বেতনের অংশ হিসেবে সেসব প্রসঙ্গে প্রশ্নাদি করেন। আইবিএম-এর লোভনীয় শেয়ারের মূল্য পতনে তাদের হতাশার কথাও বলেন শেয়ার হোল্ডাররা। উল্লেখ্য আইবিএম-এর সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে এর প্রতিটি শেয়ারের মূল্য উঠেছিল ১৭৫ ডলার পর্যন্ত এবং গার্স্টনারের এই ভাষণের দিনটিতে এটির মূল্য ছিল ৪৮.২৫ ডলার।

উল্লেখ্য যে গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি আইবিএম ১৯৯৩ সালে ২৫,০০০ কর্মচারী ছাটাইর ঘোষণা দেয়। ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালে তারা ছাটাই করেছিল আরো ৮০,০০০ কর্মচারী। ◆

অনিবার্য কারণবশতঃ এ সংখ্যায় কমপিউটার পাঠশালা ছাপানো গেল না বলে আমরা দুঃখিত। - স.ক.জ.